তারিখ ..22 FEB 2016...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম...১.....

কালের কণ্ঠ

বাংলার বিকৃতি না করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

কালের কণ্ঠ ডেস্ক ▷

ভাষার বিকৃতি রোধে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই সঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে সম্ভাব্য সব ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানান। ভাষাশহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে গতকাল রবিবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বিকৃত উচ্চারণে বাংলা শব্দের উচ্চারণকারীদের তীব্র সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজকাল একটা সংস্কৃতি দেখা যাচ্ছে। বাংলা ভাষা ভুলে যাওয়াটাই যেন একটা বিরাট কাজ। বাংলাকে বিকৃত করে ইংরেজি উচ্চারণে (অ্যাকসেন্ট) বাংলা বলাটাকেই কেউ কেউ গৌরবের মনে করেন।' তিনি বলেন, 'ভাষার বিকৃতি যেন না হয় সে জন্য সবাইকে সচেতন থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।' তিনি বাংলাকে বিকৃত করে ইংরেজি ধাঁচে বলার প্রবণতা থেকে সবাইকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ভাষা রক্ষার কাজ এবং গবেষণা বাড়াতে হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিশ্বের সব ভাষা রক্ষার দায়িত্ব এখন আমাদের ওপর। এই

▶▶ পৃষ্ঠা ৪ ক. ৬

বাংলার বিকৃতি না করার আহ্বান

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইনস্টিটিউটের ব্যাপারে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এই প্রতিষ্ঠানটি সারাবিশ্বের মাতৃভাষা চর্চার, মাতৃভাষা গবেষণা করার পাদপিঠ হবে।' তিনি বলেন, 'এই প্রতিষ্ঠান যেন কেউ বন্ধ করতে না পারে সে লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করেছি। এ প্রতিষ্ঠানটা যাতে ভালোভাবে কার্যক্রম চালাতে পারে সে ব্যবস্থাও আমরা করেছি। প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থাও করব।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন শিক্ষাসচিব সোহরাব হোসেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান অনুষ্ঠানে 'একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি মননের বাতিঘর' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ইউনেসকোর ঢাকা অফিসের প্রধান বিয়াট্রিস কালডুন শুভেচ্ছা বক্তব্যে ইউনেসকোর মহাপরিচালক মিজ ইরিনা বুকোভার শুভেচ্ছা বাণী অনুষ্ঠানে পড়ে শোনান। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জিনাত ইমতিয়াজ আলী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, মন্ত্রিপরিষদ সদস্য, সংসদ সদস্য, মন্ত্রিপরিষদসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর-অধিদপ্তর এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, কূটনৈতিক মিশনের সদস্য এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ভাষা শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা বাঙালিরা সব সময় বাংলায় কথা বলব, মায়ের ভাষাতেই কথা বলে যাব, মাকে মা বলে ডাকব।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ভাষাভিত্তিক দেশ। আমরা আমাদের ভাষাকে ভালোবাসি।' তিনি বলেন, 'কষ্ট হয় তখনই যখন দেখি মানুষের মধ্যে বাংলা ভাষাকে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা। যেন বাংলা ভুলে যাওয়া গুণের কাজ! মানুষ আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করবে। এটি তার নিজস্ব এলাকার ভাষা, কিন্তু বাংলাকে ভুলে যাবে না। এ ছাড়া জীবন জীবিকার জন্য নতুন নতুন ভাষা শিখতে হবে। ভাষা শেখায় অপরাধ নেই। যে যত ভাষা শিখতে পারবে ততই উন্নতি। কিন্তু এখনকার মানুষজনের মধ্যে একটি জিনিস লক্ষ করি তা হলো ইংরেজি মাধ্যমে সন্তানদের না পড়ালে যেন ইজ্জতই থাকে না।' তিনি প্রশ্ন রাখেন, এ সময় কয়টা ছেলেমেয়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে এসএসসিতে ভালো ফল করেছে?

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের সরকার চায় এখানে গবেষণা হোক। পাশাপাশি আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষার গবেষণাও এখানে করতে হবে।' তিনি আরো বলেন, 'এই দেশ আমাদের দেশ, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। ভাষা ব্যবহার ও চর্চায়, সংবাদমাধ্যম যেন সচেতনতা তৈরি করে আমি সে আহ্বান জানাব। এ ছাড়া ধন্যবাদ জানাই যারা মোবাইল ফোনে বাংলায় এসএমএস পদ্ধতি তৈরি করেছেন তাঁদের।' এটি সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এ আন্দোলনের শুরুতেই চারবার কারাবরণ করেন বঙ্গবন্ধু। এ আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জনকারী রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ নাম না জানা ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। কোনো অর্জনই সহজে আসে না। তাদের রক্তেই আমরা মাতৃভাষা বাংলাকে পেয়েছি।'

প্রধানমন্ত্রী আগামী দিনের সুনাগরিক গড়ে তোলার জন্য স্কুলে স্কুলে খেলাধুলার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক চর্চাতেও ছেলেমেয়েদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য শিক্ষক-অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি অনুরোধ জানান। সূত্র : বাসস।